Usul al Fiqh--Islamic Jurisprudence: Basics

Shah Abdul Hannan*

Knowing Usul al Fiqh is essential for understanding Quran and Sunnah and knowing the sources of Islamic law and methods of making/ deriving Islamic law from its sources.

The subject was developed by Imam Shafii, Imam al Gazzali, Imam Razi, Imam Shatibi and other Jurists .All of us should read a standard text book on Usul,if possible Islamic Jurisprudence by Dr. Hashim Kamali.

Distinction between Shariah and Fiqh

Though both terms are used for Islamic law, still there is important difference.Shariah means laws derived from Quran and Sunnah, both of these have many provisions regarding law.On the other hand Fiqh includes, apart from above laws , the laws derived through Ijtihad (Juristic methodical efforts) by Jurists from other sources of Islamic law such as Qiyas, Maslaha Mursalah, Istihsan, Urf (established custom not contrary to Islam), Istishab etc. As laws derived by Ijtihad is considered Zanni (not absolute or certain), following these juristic views are not obligatory. (Please see Said Ramadan's book Three Major Problems Confronting the Muslim World).

About categories of Shariah Hukm

If a Hukm (positive or negative order) is derived from Qati or unequivocal Matan or text (Quran or Mutawatr Hadith which is reported by many Sahabas)and if the relevant text's meaning is Qati or unequivocal then the law derived is called Farz by Hanafis (and Wazib by other Mazhabs, they do not use the term Farz). On the negative side it is Haram according to all jurists.

If the text or meaning is not Qati, then the Hukm is generally called Mandub that is Sunnah al Muakkadah or Gairal Muakkadah.On the negative side the Hukm or the action becomes Makruh.

Usul also discusses classification of Hadith into Sahih,Zaif and Mauduh; also Mutawatr and Ahad; also types of Mursal etc.

Usul also discusses Ijma (agreement of Ummah/ its scholars/ its Sahabis) and Taarud (resolution of problem in case of apparent contradiction in Hukm)

You can go to BIIT website iiitbd.org/publications) for Usul books.

According to many Jurists in future laws will be mainly derived through Maslaha (welfare of individual/ society consideration) and Maqasid al Shariah (protection of life/ faith/children/property consideration).The scope of new Ijma and application of Qiyas has become limited.

On Naskh (abrogation of any verse in Quran), most scholars think that there is no Naskh in the Quran, no ayat of Quran has been abrogated.

---

* Writer and researcher on Islam

উসুল আল ফিকহ- ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতি

কুরআন এবং সুন্নাহ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য উসুল আল ফিকহ বা ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ জানা জরুরী। একই সাথে ইসলামি আইনের উৎসসমূহ এবং তা থেকে আইন তৈরির পদ্ধতি জানাও গুরুত্বপূর্ণ।

ইমাম শাফেঈ, ইমাম আল গাজালি, ইমাম রাজি, ইমাম শাতিবিসহ অন্যান্য ফকীহদের দ্বারা এ বিষয়টি উদ্ভাবিত হয়েছিল। আমাদের সকলের উচিৎ উসুলের উপর একটি ভালোমানের নির্ভরযোগ্য বই অধ্যয়ন করা, যদি সম্ভব হয় ড. হাশিম কামালি রচিত *Principles of Islamic Jurisprudence* বইটি পড়া যেতে পারে।

শরিয়াহ এবং ফিকহের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামি আইনের ক্ষেত্রে দু'টি শব্দ 'শরিয়াহ' এবং 'ফিকহ' ব্যবহৃত হলেও এ দু'টির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত আইন হলো 'শরিয়াহ'। কুরআন এবং সুন্নাহ- এ দু'টিতেই আইন সংক্রান্ত অনেক বিধি-বিধান আছে। অন্যদিকে, কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া ইসলামি আইনের অন্যান্য উৎস যেমন- কিয়াস, মাসালাহা-মুরসালাহ, ইসতিহসান, উরফ (প্রতিষ্ঠিত রীতি যা ইসলামের সাথে সংঘর্ষিক নয়), ইসতিসহাব ইত্যাদি থেকে ইজতিহাদ বা ফিকাহবিদদের পদ্ধতিগত প্রচেষ্টায় প্রাপ্ত আইনসমূহ 'ফিকহ'-এর পর্যায়ভুক্ত। যেহেতু ইজতিহাদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত আইনসমূহ যান্নি (একেবারে নির্ভুল নয়) হিসেবে বিবেচিত হয়, তাই ইজতিহাদ প্রসূত আইনসমূহ অনুসরণ করা আইনানুগ দৃষ্টিকোণ থেকে বাধ্যতামূলক নয় (Please see Said *Ramadan's book Three Major Problems Confronting the Muslim World*)।

শরিয়াহ হুকুমের বিভিন্ন দিক

যদি একটি হুকুম (ইতিবাচক/নেতিবাচক) কাতিঈ বা অভ্রান্ত মতন বা টেক্সট (কুরআন বা মোতওয়ার হাদিস যা অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে) থেকে উদ্ভূত হয় এবং প্রাসঙ্গিক টেক্সটের অর্থও কাতিঈ বা সুস্পষ্ট হয় তাহলে হুকুম বা আইনটি আবু হানিফার মতানুসারে ফরজ (অন্য মাজহাব অনুসারে ওয়াজিব, তারা ফরজ শব্দটি ব্যবহার করেন না)। বিপরীত অর্থে, সকল ফিকাহবিদদের মতানুসারে এটা হারাম।

যদি টেক্সট বা অর্থ কোনোটাই কাতিঈ না হয় তবে হুকুমটি হবে মানদুব যা সুন্নাহ আল মুয়াকাক্কাদাহ বা গায়রে মুয়াক্কাদাহ নামে অভিহিত। বিপরীত অর্থে, হুকুম বা কাজটি হবে মাকরুহ।

উসুল হাদিসের বিভিন্ন প্রকার যেমন- সহিহ, জঈফ, মওজু এবং মোতাওয়ার ও আহাদ এবং মুরসালার প্রকার নিয়েও আলোচনা করে।

ইজমা (উম্মাহ, পণ্ডিত বা সাহাবিগণ কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি) এবং তারুদ (হুকুমের মধ্যে প্রতীয়মান অসঙ্গতি জনিত সমস্যার সমাধান) সম্পর্কে আলোচনাও উসুলে আলোচিত হয়।

উসুল সংক্রান্ত বা উসুল বিষয়ে আরা জানতে বিআইআইটি'র ওয়েব সাইট ভিজিট করতে পারেন: http://www.iiitbd.org/shah-abdul-hannan/

অনেক ফিকাহবিদদের মতে, ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় আইনসমূহ প্রধানত মাসাহাল (ব্যক্তি/সমাজের কল্যাণ) এবং মাকাসিদ আল শরিয়াহ (জীবন/ধর্ম/সন্তান/সম্পদ সুরক্ষা) বিবেচনায় প্রণীত হবে। কারণ নতুন ইজমা এবং কিয়াস প্রয়োগের সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে।